ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাকের মাতৃবিয়োগ

কর্ণফুলী'র শোকসংবাদ

ডঃ মোঃ আবদুর রায্যাক

শুক্রবার ৪ঠা আগস্ট বাঙলাদেশ সময় রাত সোয়া দশটায় ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলস এর মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক এবং ইঙ্গেলবার্ন নিবাসী ফাহিমা নাসরীন (লিপি)র মা বেগম আকরামুন্নেসা রহমান ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বৎসর।

বেগম রহমান ১৯১৮ সালে রূপগঞ্জ থানার মাসুমাবাদ গ্রামের ঐতিহ্যবাহী কাজী পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতা মওলানা কাজী এলাহী বক্স মূড়াপারা হাই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। মরহুমা বাড়ীতে তাঁর মায়ের পাঠশালায় পঞ্চমশ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। যদিও প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে এটাই ছিল তাঁর সর্বোচ্চ শিক্ষা তবে উৎসাহী পিতা-মাতা এবং নিজের আগ্রহে তিনি বাংলা ছাড়াও উর্দু এবং ফারসী ভাষা শিখেন এবং সীমিত পরিসরে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। ১৯৩১ সনে নারায়ণগঞ্জের অনতিদূরে নবীগঞ্জের কদমরসুল মহল্লার বিশিষ্ট মিয়া পরিবারে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের কিছুদিন পরই তিনি স্বামীর সাথে কোলকাতা চলে যান এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সামান্য আগে গ্রামে ফিরে আসেন। ১৯৫৬ সনে তিনি স্বামী সন্তানসহ নারায়ণগঞ্জে বসবাস শুরু করেন।

বেগম আকরামুন্নেসা একজন কবি ছিলেন। তাঁর কবিতা 'বেগম' এবং অন্যান্য অনেক পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। তাঁর তিনটি কবিতার বই এবং একটি ছোট গল্পের বই ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি একজন সমাজসেবী হিসেবেও সুপরিচিতা ছিলেন। তিনি নিজে অনেক বস্তিবাসী ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন এবং অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবারকে অর্থ সাহায্য করেছেন।

মৃত্যুকালে বেগম আকরামুন্নেসা একজন সুযোগ্য পুত্র (ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রায্যাক), তিন কন্যা, বারো জন নাতি-নাতনি, চারজন প্রপৌত্র-প্রপৌত্রী এবং অগুনতি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন। পরম করুনাময় আল্লাহতায়ালা মরহুমার আত্মার শান্তি দিন। আমীন।

কর্ণফুলী'র শোকসংবাদ